দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 27-5-1995 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 1 ...

48

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কি এখন ভুয়া সার্টিফিকেট ও কংকাল বিক্রির কেন্দ্রে পরিণত হলো? এ কাজ লুকিয়ে চুরিয়ে হচ্ছে না। প্রশাসন এ ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকেফহাল। এই যদি হয় একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসন, তবে সেখানে রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগীর হয়রানি চলবে এটাই স্বাভাবিক।

সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় ভুয়া সার্টিফিকেট ও কংকাল বিক্রির ব্যবসার সাথে যারা জড়িত তাদের অনেকেই বিভিন্ন অভিযোগে অতীতে অভিযুক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে দু'টি খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ৩ জন রয়েছে যারা এ জন্য হাজতে ছিল এক সময়। ডাক্তারের সার্টিফিকেটের জোরে এখন দিব্যি চাকরি করছে। তবে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের বক্তব্য সঠিক কিনা বলা কঠিন। সার্টিফিকেট দিয়েছেন একজন ডাক্তার। তাকে তো ভুয়া বলা যাবে না। তবে এর পেছনে নিশ্চয়ই রহস্য রয়েছে। রহস্যটা কি তা কি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানে না? আগেই বলা হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসন ও কর্মকর্তারা এসব জানেন। তারা ভুয়া সার্টিফিকেটের ব্যবসা এবং বেওয়ারিশ লাশের কংকাল বিক্রির ব্যাপারটি সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল। তবুও তাদের কাজে কেউ বাধা দেন না। কৈফিয়ত তলব করেন না। ভুয়া সার্টিফিকেটের জোরে সরকারী বেসরকারি কর্মকর্তারা ইচ্ছেমত বদলি রদ বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে বদলির সুযোগ করে নিচ্ছেন।

এ ব্যবসা হালে শুরু হয়নি। ১৯৯২ সালেই পুলিশ এই জালিয়াতি চক্রের সন্ধান পায়। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আরও কিছু অপরাধ ধরা পড়েছে। কিন্তু চাকরি গিয়েছে মাত্র একজনের। অন্যেরা অব্যাহতি পেয়ে বহাল তবিয়তে আছে। অর্থাৎ তাদের খুঁটির জোর আছে বলে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি তাদের বিরুদ্ধে। সুতরাং তাদের ব্যবসা চলছে নির্বিবাদে। দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির লাশ বিনা ময়না তদন্তে নানা অনিয়ম চালিয়ে হস্তান্তর করছে এরা। এই দুর্নীতিবাজ চক্রটি নাকি গত ১৯৯৪ সালে মর্গ থেকে কংকাল হিসাবে ১৫টি লাশ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে বিক্রি করে দিয়েছে। এসব তথ্য উদঘাটন করা হলেও তা ধামাচাপা পড়ে আছে।

গত শুক্রবার এই পত্রিকাতেই চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে ঘিরে সার্টিফিকেট ও কঙ্কাল বিক্রির ব্যবসার উপর প্রতিবেদন বেরিয়েছে।

তাতে স্পষ্ট হয়েছে, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পিছনে থাকলে আইন ও নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখানো যায়। খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ও হাজতবাসী আসামীকে ভুয়া সার্টিফিকেট দিতে ডাক্তারের অসুবিধা হয় না। কেউ কিছু বলার নেই। জালিয়াত চক্রের সাথে সব সময় ডাক্তারদের যোগসাজশ আছে এমন নয়, তারা ভুয়া সীল, কাগজপত্র, সই জাল করে স্বাধীনভাবেও অনেক সময় কাজ চালায়।

কিন্তু তদন্ত করবে কে? পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তারা এক অদৃশ্য মহলের ইঙ্গিতে ছাড়া পেয়ে যায়। যার খুঁটির জোর নেই সেই শুধু শাস্তি ভোগ করে, অন্যেরা পার পেয়ে যায়।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ভুয়া সার্টিফিকেটের ব্যবসা— কংকাল বিক্রির কাহিনী জানা সত্ত্বেও প্রশাসন নীরব, উপর মহলের চাপে প্রশাসন সম্ভবত অসহায়। অসহায় ও দুর্বল প্রশাসন এসব ব্যাপারে নীরব দর্শক। এ ভাবেই প্রশাসনও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব ঘটনা জানে না, এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন, তবুও যদি তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে সবিনয়ে বলতে চাই, পত্রিকায় এ সম্পর্কে রিপোর্ট বের হওয়ার পর, তারা প্রমাণ করুন যে, স্বাস্থ্য বিভাগে প্রভাবশালী মহলের অশুভ ছায়া নেই। আর তা উপযুক্ত প্রমাণ হবে যদি এই জালিয়াত চক্রের লোকজনকে চাকরিচ্যুত করে কঠিন শাস্তি দেয়ার পন্থা অবলম্বন করা হয়।

এসব ভুয়া সার্টিফিকেট ও কংকাল বিক্রি সম্পর্কে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ প্রশাসন কি বলে এবং কি ব্যাখ্যা তারা দিতে চান যদি তা সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানিয়ে দেন তবে ভাল হয়। নতুবা আমরা ধরে নিতে বাধ্য হব চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ প্রশাসন, এমনকি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরাও প্রভাবশালী মহলের ভয়ে তটস্থ।

'৯২ সালে শতাধিক ভুয়া সার্টিফিকেট পুলিশ ধরেছিল, এখন পুলিশ এ ব্যাপারে উদাসীন। উদাসীন না হয়ে উপায় কি? প্রভাবশালী মহলের একটি টেলিফোনই যথেষ্ট অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস পাওয়ার পক্ষে। নিরুপায় পুলিশ 'জ্বী হুজুর' বলে প্রভাবশালীদের টেলিফোনে প্রদত্ত নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়। প্রশাসনও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে।

'২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য' বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যই কি এই কংকাল বিক্রির ব্যবসা, ভুয়া সার্টিফিকেট দানের ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে? স্বাস্থমন্ত্রী এ সম্পর্কে কি বলেন, তা জানার জন্য দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও কৌতূহলী ও উদগ্রীব।

আশা করি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই ভুয়া সার্টিফিকেট ও কংকাল বিক্রির ব্যবসায়ের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে আলোকপাত করবেন। কংকাল বিক্রিতে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল একা নয়। রংপুরেও মেডিক্যাল থেকে লাশ নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় কংকালে পরিণত করে ব্যবসা চলছে। পুলিশ সেখানে কংকাল ব্যবসার সাথে জড়িত একজনকে গ্রেফতার করেছে। এখন সে হাজতে। কোথায় সে কংকাল বিক্রি করতো পুলিশ সে তথ্য গোপন রাখছে। রংপুরের মতিন বেচারার মাথার উপর সম্ভবত প্রভাবশালীদের ছত্রচ্ছায়া নেই। নতুবা চট্টগ্রামে কংকাল বিক্রির ঘটনার তদন্ত ধামাচাপা পড়ে যায়, আর রংপুরের আবদুল মতিনের ভাগ্যে হাজতবাস। এ থেকে একটা সত্য বেরিয়ে আসছে যে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলো ক্রমশ একটা নতুন ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ছে– আর তা হল কংকালের ব্যবসা। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এই নতুন ব্যবসার পথিকৃতের সম্মান পেয়েছে। এ কম কিসে!

সে যাই হোক, আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের অপেক্ষায় আছি।